হাসিনা বেগম

শেকৃবিতে বিশেষ কোটায় ভর্তি

প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর জালিয়াতি আটক ১

শেকৃবি প্রতিনিধি

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) ২০১৬-১৭ সেশনে এক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করাতে প্রধানমন্ত্রীর সই জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন এক মহিলা। তার নাম হাসিনা বেগম। রোববার প্রধানমন্ত্রী ও ডেপুটি স্পিকারসহ মোট ৫ জনের স্বাক্ষর সংবলিত সুপারিশপত্রের সঙ্গে মহিলার কথাবার্তা অসংলগ্ন হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাকে শেরেবাংলা নগর থানায় সোপর্দ করেছে। পরবর্তী সময় শেকৃবি রেজিস্ট্রার মো. রেজাউল করিম বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন। শেকৃবি প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, রোববার বেলা ১২টায় হাসিনা বেগম প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর সংবলিত ডিও লেটার নিয়ে শেকৃবি ভিসি প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিনের কক্ষে যান। এতে প্রথমে তিনি গণভবনের বাবুর্চি বলে পরিচয় দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর সংবলিত একটি ডিও লেটার এবং ডেপুটি স্পিকার, গোপালগঞ্জ ২ আসনের সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম, পরিকল্পনা বিভাগের সচিব শফিকুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রটোকল অফিসার মনজিলা ফারুকের স্বাক্ষর সংবলিত সুপারিশের কাগজ ভিসির কাছে দেন। সুপারিশপত্রের ভাষ্যমতে, বিশেষ কোটায় ফাহিম জাহান দৃষ্টি নামে এক শিক্ষার্থীর ভর্তির জন্য জোর সুপারিশ করছি। এতে উল্লিখিত শিক্ষার্থীকে অসুস্থ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ভিসির কাছে পেশ করা মহিলার সব কাগজের স্বাক্ষরসহ কথাবার্তা অসংলগ্ন মনে হওয়ায় শেকৃবি প্রশাসন আটক করে শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

আটকের পর এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে শেকৃবি ভিসি বলেন, আটক মহিলা এর আগেও আমার কাছে ৩-৪ বার আসেন ফাহিম জাহান দৃষ্টি নামে ভর্তিচ্ছু এক শিক্ষার্থীর ভর্তির তদবির নিয়ে। তাতে আমি কোনো কর্ণপাত না করলে ফের আমার কাছে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর সংবলিত ডিও লেটার নিয়ে হাজির হন। ঘটনাটি আমার কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায়— এটি একটি ভুয়া আবেদনপত্র। কেননা প্রধানমন্ত্রীর কোনো ডিও লেটার কোনো ভিসির কাছে আসতে পারে না। এছাড়াও আবেদনপত্রে নানা ধরনের ভুল ছিল। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরটিও ছিল আমার কাছে অস্পষ্ট। অন্যদিকে আটক হাসিনা বেগম (৬০) নিজেকে গণভবনের বাবুর্চি হিসেবে পরিচয় দেন। এ সময় গণভবনে প্রবেশের জন্য একটি পরিচয়পত্র দেখান। তখন তিনি আরও বলেন, মনজিলা ফারুক ও শেখর আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।